দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 23 JUN 2007 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

চরম অনিশ্চয়তায় ছাত্রলীগ-ছাত্রদল ॥ নেতাকর্মীরা হতাশ!

মাজহারুল আনোয়ার শিপু ॥ চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে দেশের বৃহৎ দু'টি ছাত্র সংগঠন– ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল। দু'সংগঠনের নেতাকর্মীরা হতাশার দোলাচলে আবর্তিত হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যত নিয়ে তাঁরা রীতিমতো আতঙ্কিত। দেশে ও বিদেশে কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনের নামে কোন ছাত্র সংগঠন থাকতে পারবে না প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এই ঘোষনার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছেন ভবিষ্যতে কোন ছাত্র রাজনীতি আর থাকছে না। এ অবস্থায় ছাত্র রাজনীতি থাকবে কি থাকবে না এই হিসাব-নিকাশ কষেও কোন কূলকিনারা পাচ্ছেন না তাঁরা। কেউ কেউ ছাত্র রাজনীতি ছেড়ে চাকরি নিয়েছেন, কেউবা ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন আবার অনেকে বিদেশেও পাড়ি জমাচ্ছেন। এসবের কোন সুযোগ না থাকায় অনেকেই আবার ভবঘুরের মতো দিন কাটাচ্ছেন। তবে যাঁরা প্রকৃতই প্রগতিশীল

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

চরম অনিশ্চয়তায়

(প্রথম পাতার পর)

চিন্তাধারায় বিশ্বাসী হয়ে ছাত্ররাজনীতি করেন, তাঁরা এই কঠিন পরীক্ষায় জয়লাভ করেই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবেন বলে মনস্থির করেছেন।

ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের মতো বৃহৎ সংগঠনে শীর্ষ নেতৃত্বের দায়িত্ব পেতে অন্তত ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকতে হয়। এই দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এখন ছাত্র রাজনীতির দুঃসময়ে দু'টি সংগঠনের নেতাকর্মীরা বেশ বেকায়দার মধ্যে পড়েছেন। পাওয়া না পাওয়ার দোলাচলে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ছাত্র রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। গত ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরী অবস্থা জারির পর দেশে সকল ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। এর কিছু দিন পর ঘরোয়া রাজনীতিও নিষিদ্ধ করা হয়। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অনেক শীর্ষ নেতা যৌথ বাহিনীর হাতে আটক হন। যাঁদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে একাধিক মামলা হয়। যেগুলো এখন বিচারাধীন। অন্যদিকে এই দুই বড় দলের ভেতরে সংস্কারপন্থীরা এখন সোচ্চার হয়ে উঠেছেন দলের সংস্কারের দাবিতে। যেভাবেই হোক তাঁরা এই বড় দুই দলে পরিবারতন্ত্রের অবসান চান। এ ছাড়া সুযোগ বুঝে অনেকে নতুন দল গঠনেও তৎপর হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় দল দুটির ভবিষ্যত নিয়ে এখন নেতাকর্মীরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তার ওপর আবার নতুন করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবি উঠেছে। তাই এই দুই ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

বিএনপির মতো জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলেরও সঙ্কটাপূর্ণ অবস্থা। বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন যে সব নেতাকর্মী বঞ্চিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে হতাশা এখন চরম আকার ধারণ করেছে। দলের সুসময়ে যাঁরা হাওয়া ভবনসংশ্লিষ্ট ছিলেন বিশেষ করে শীর্ষ থেকে মধ্যম সারির নেতারা টেন্ডারবাজি, তদ্বির, পার্সেন্টেজ খেয়ে মোটা অঙ্কের অর্থের মালিক বনে গেছেন। আগামী দুই-তিন বছর কোন কাজ না করেও তাঁরা দিন অতিবাহিত করতে পারবেন। কিন্তু ক্ষমতায় থেকেও যাঁরা বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মতো ছিলেন অর্থাৎ যাঁদের ওপর হাওয়া ভবনের আশীর্বাদ ছিল না তাঁদের অবস্থা যাচ্ছেতাই। অর্থ উপার্জনের কোন সুযোগই তাঁদের ছিল না। আর দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতেও এখন তাঁরা কোন কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না। যাঁদের পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল তাঁরা পরিবার থেকে সহায়তা নিয়ে ব্যবসা চালুর চেষ্টা করছেন। কিন্তু যাঁদের সেই সুযোগ নেই তাঁদের পথে বসার উপক্রম হয়েছে। জি হুজুর মার্কা লেজুড়বৃত্তির সেই তথাকথিত ছাত্র রাজনীতির কারণে ছাত্র জীবনের সোনালি সময় তাঁরা পার করেছেন ব্যক্তিবন্দনা গেয়ে, স্লোগান আর বিরোধী দলের কর্মীদের নিপীড়ন করে। পড়াশোনার সময় খুব একটা হয়নি তাঁদের। কোনক্রমে ছাত্রজীবন সম্পন্ন করে ডিগ্রী নিলেও এখন তা আর কোথাও কাজে লাগাতে পারছেন না। অন্যদিকে লজ্জায় পরিবারের সামনে গিয়েও দাঁড়াতে পারছেন না। এই অবস্থায় তাঁরা হতাশার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছেন।

অন্যদিকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগেও বিরাজ করছে একই অবস্থা। তাঁদের অবস্থাও ভাল নেই। তবে ছাত্রদলের তুলনায় তাঁরা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন। আমূল সংস্কার করে ছাত্রলীগে নেতৃত্বের পরিবর্তন আনা হয়। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয় এই নতুন নেতৃত্ব। কিন্তু যে স্বপ্ন নিয়ে এই বিশাল পরিবর্তন আনা হয় তা শুধু আশা হিসেবেই থেকে যায়। শীর্ষ নেতৃত্ব দায়িত্ব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে গিয়েই বিতর্কিত হয়ে পড়েন। অর্থসহ নানা কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠে তাঁদের বিরুদ্ধে। এমনকি সাবেক এক শীর্ষ নেতার মাধ্যমে বর্তমান কমিটির এক নেতার হাওয়া ভবনসংশ্লিষ্টতার কথা মাঠে জোরেশোরে চলতে থাকে। নতুন নেতৃত্বে ছাত্রলীগ মাঠে চাঙ্গা হওয়ার পরিবর্তে ঝিমিয়ে পড়ে। এর মধ্যে দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ ছয় শীর্ষ নেতা গ্রেফতার হন যৌথবাহিনীর হাতে। তাঁরা বর্তমানে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রয়েছেন। তবে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির বেশিরভাগ নেতাকর্মী চলতি ছাত্র হওয়ায় বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তাঁরা এখন পড়াশোনার দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। রাজনীতি বাদ দিয়ে অন্যদিকে ক্যারিয়ার গঠনে মনোযোগী হয়ে উঠেছেন।

এদিকে বয়সের কারণে ছাত্রলীগ থেকে বাদপড়া নেতাকর্মীরা খুব খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন। ছাত্রলীগ ধ্যান-জ্ঞান- হওয়ায় তাঁরা অন্যকোন দিকে মনোযোগ দেনি। কিন্তু আমূল পরিবর্তনের কারণে ছাত্রলীগ থেকে বাদ পড়ায় তাঁদের পায়ের নিচ থেকে হঠাৎ মাটি সরে যায়। সেই অবস্থা কাটিয়ে না উঠতেই দেশে জরুরী অবস্থা জারি হয়। ফলে যাঁরা নতুন ব্যবসা কিংবা কোন দিকে মনোযোগী হতে চেষ্টা করছিলেন তাতে ছেদ পড়ে।

সবদিক বিবেচনায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের তুলনায় ছাত্র শিবির নেতাকর্মীরা বেশ ভাল অবস্থায় আছে। জামায়াতে ইসলামীর নামে-বেনামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকায় শিবির নেতাকর্মীদের সেখানে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। ফলে রাজনীতি না থাকলেও তাদের কোন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না।